শিরোনামঃ ফিমেইল কর্ণার স্থাপন।

বিদ্যালয়ের স্থাপিত ওয়াশব্লকে আধুনিক সুবিধাদি (সেনিটারি নেপকিন সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় টয়লেট সামগ্রী) সহ ফিমেইল কর্ণার স্থাপন।

সুবিধাভোগীঃ মেয়ে শিক্ষার্থী ও নারী শিক্ষক।

ওয়াশব্লক স্থাপিত সকল বিদ্যালয়ে ফিমেইল কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

প্রভাব: শিক্ষার্থীর সেনিটেশন নিশ্চিত হয়েছে ও শিক্ষার্থীরা নিরাপদ বোধ করছে। উপস্থিতি বেড়েছে।

শিরোনামঃ আইসিটি ব্যাবহারের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান

গুগুল ফরমস ব্যাবহার করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ।

কার্যক্রমঃ গুগুল ফর্মস ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দৈনিক উপস্থিতি, শিক্ষকগণের উপস্থিতি সহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ, তথ্যাদি সংগ্রহ ও তদারকী করা।

ফলাফলঃ জনবলের অভাব সত্বেও দাপ্তরিক কার্যক্রম সচল ও অব্যাহত রয়েছে।

দ্রুত তথ্য সংগ্রহে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রভাব: অনলাইনে তথ্য দেয়ার ফলে শিক্ষকগণ আই সি টি তে আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। শিক্ষকগণের আইসিটির দোকানে যাবার প্রবনতা কমে গেছে।

আই সি টি বেইজড উদ্যোগী কর্মসূচী / ইনোভেশন

শিরোনামঃ শিক্ষার্থীদের আই সি টির প্রাথমিক ধারণা প্রদান

উদ্দেশ্যঃ শিক্ষার্থীদের আই সি টি তে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।

সুবিধাভোগীঃ ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী

কার্যক্রমঃ সপ্তাহে দুই দিন ।

প্রসেস ম্যাপঃ আইসিটি শিক্ষকগণ সপ্তাহে নির্ধারিত মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ল্যাপটপ অন অফ করানো, মাউস ব্যাবহার নিয়ন্ত্রন ইত্যাদি শেখানো।

প্রভাব: শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিখছে। সপ্তাহের ঐ দুই দিন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বেশি পরিলক্ষিত হয় ।

সেবার শিরোনামঃ মোবাইল আপস (mobile apps) এর মাধ্যেম সেবা।

সেবার মাধ্যমঃ Whatsapp

সেবার ধরণঃ ibass++ কেন্দ্রিক সেবাদি যেমন, শিক্ষকগণের বেতন বিবরণী, জিপিরফ স্লিপ, শিক্ষাভাতা, মোবাইল নম্বর পরিবর্তন, ব্যাংক হিসাব পরিবর্তন ইত্যাদি।

প্রসেস ম্যাপঃ শিক্ষকগণ উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মোবাইল নম্বর 01915849886 তাদের ১৭ ডিজিটের এন আই ডি নম্বর প্রদান করেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার (অফিস টাইম এর পর রাতে বা ভোরে) আইবাসে প্রবেশ করে চাহিতব্য সেবাদি ডাউনলোড করে সেবা গ্রহীতার ওয়াটসআপ নম্বরে প্রেরণ করেন।

প্রভাব: অনলাইনে সেবাদি প্রদানের ফলে শিক্ষকগণের সময় খরচ ও ভ্রমনের কষ্ট লাঘব হয়েছে। শিক্ষকগণ তাদের Whatsapp এ প্রাপ্ত তথ্যাদি বিদ্যালয়ের প্রিন্টার থেকে সহজেই প্রিন্ট দিতে পারছেন। সেবাদি পেতে দুর্ভোগ লাঘব হওয়ায় অধিক সময় বিদ্যালয়ে শিখন শেখানো কাজে মনোনিবেশ করতে পারছেন।

শিরোনামঃ বিদ্যালয়ে মাল্টিডায়মেনশনাল প্লেয়িং এক্সিসরিজ স্থাপন।

উদ্দেশ্যঃ আনন্দঘন ও চিত্রাকর্ষক বিদ্যালয়

অর্থায়নঃ প্লেয়িং এক্সিসরিজ বাবদ বরাদ্দ ও স্থানীয় অনুদান।

এই পর্যন্ত ৩১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্লেয়িং এক্সিসরিজ স্থাপন হয়েছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে স্থাপন প্রক্রিয়াধীন।

প্রভাব: বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বেড়েছে।

শিরোনামঃ নিজ হাতের তৈরি উপকরণই সেরা

শিক্ষকগণ পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক উপকরণ তৈরি করবেন। উপকরণ ব্যবহার করে শ্রেণিনকার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

প্রসেস ম্যাপঃ করোনাকালীন শিক্ষকগণ প্রতি সপ্তাহে ৩ টি করে উপকরণ প্রস্তুত করেছেন এবং নিজ হাতে তৈরি উপকরণের ছবি ক্লাস্টার গ্রুপে আপলোড করেছেন।

ফলাফলঃ প্রতিটি বিদ্যালয় উপকরণ ব্যাংক স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

প্রভাব: বিদ্যালয়ের শ্রেণি পাঠদান আনন্দঘন হয়েছে। শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বেড়েছে।